ইউনিট ৬

মানবাধিকার

ভূমিকা

হাক্কুল ইবাদ মানে বান্দার হক বা মানবাধিকার। আমরা সমাজে বাস করি। আমরা সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে একজন আরেকজন মানুষের সাহায্য করি। পরস্পরের এই সাহায্য সহানুভূতিকেই বলা হয় হাক্কুল ইবাদ বা মানবাধিকার। এ ব্যাপারে মহানবী (স) বলেন- "নিশ্চয়ই তোমার উপর তোমার প্রতিপালকের, তোমার শরীরের উপর তোমার, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর, এবং সন্তানের হক আছে। অতএব হকদারকে তার হক দিয়ে দেবে।" পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি মানুষের অধিকার আদায়ের আদেশ করেছেন। কোন কোন অধিকারকে ফরয করেছেন। এগুলো অস্বীকার ও অমান্য করলে পরকালে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

আমরা এই ইউনিটে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, পিতা-মাতার অধিকার, সন্তানের অধিকার, আত্মীয়-স্বজনের অধিকার, প্রতিবেশীর অধিকার, শিক্ষক ও গুরুজনের সম্মান, ভ্রাতৃত্ব ও মানবাধিকার, ইয়াতীম ও দুস্থদের অধিকার বিষয়ে জানব এবং শিখবো।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হল-

পাঠ-১ ঃ বড় ছোটদের দায়িত্ব ও কর্তব্য
পাঠ-২ ঃ পিতা-মাতার অধিকার
পাঠ-৩ ঃ সন্তানের অধিকার
পাঠ-৪ ঃ স্বামী-স্ত্রীর অধিকার
পাঠ-৫ ঃ আত্মীয়-স্বজনের অধিকার
পাঠ-৬ ঃ প্রতিবেশীর অধিকার
পাঠ-৭ ঃ ছাত্র-শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য
পাঠ-৮ ঃ ইয়াতীমের অধিকার
পাঠ-৯ ঃ নারীর মর্যাদা

পাঠ ১ বড় ছোটদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ছোটদের প্রতি বড়দের কী দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বড়দের প্রতি ছোটদের কী কর্তব্য রয়েছে, তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৬.১.১ বড় ও ছোটদের কর্তব্য

মানুষ সৃষ্টির সেরা ও সামাজিক জীব। সমাজে রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বাস। ছোট, বড়, আবাল-বৃদ্ধ, কিশোর-যুবক তরুণ-তরুণী, পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, জ্ঞানী-গুণী, পন্ডিত, বিজ্ঞানী প্রভৃতি মানুষের সমাবেশ। এদের সমন্বয়ে ও পারস্পরিক সহযোগিতায়ই গড়ে উঠে শান্তিময় সামাজিক পরিবেশ।

সমাজে বড়দের যেমন সমাজ গঠনে যথেষ্ট দায়িত্ব আছে, তেমনি সমাজের ছোটদের উপরও রয়েছে সমাজের জ্যেষ্ঠদের সম্মান, ভক্তি ও শ্রদ্ধার মাধ্যমে সমাজের পরিবেশ সুস্থ রাখার দায়িত্ব।

৬.১.২ ছোটদের প্রতি বড়দের কর্তব্য

বয়সে যারা বড় তারাই বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বয়সে যারা ছোট তারাই বয়োকনিষ্ঠ। অর্থাৎ পৃথিবীতে যারা আগে এসেছেন তারাই বড় বা বয়োজ্যেষ্ঠ, এটা একটা আপেক্ষিক অবস্থা। কেননা, যে আজ শিশু বা কনিষ্ঠ, আগামী দিনে সেই বয়োজ্যেষ্ঠতায় পদার্পণ করবে।

দাদা-দাদী, নানা-নানী, পিতা-মাতা, বড় ভাইবোন, চাচা-চাচী, ফুফা-ফুফু তথা সর্বস্তরের বয়স্ক সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, যেমন- শিক্ষক, সমাজ নেতা, বুদ্ধিজীবী, জ্ঞানী-গুণী, পন্ডিত, আলিম-উলামা প্রমুখ এদের অবদানে সমাজ হয়েছে সমৃদ্ধিশালী ও বাসোপযোগী। তাই এ সকল বায়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সমাজের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। যথা:

ক. বড়দের হতে হয় উদার ও শালীন। ছোটরা বড়দের অনুসারী। সুতরাং ছোটদের প্রতি বড়দের ব্যবহার হবে সুন্দর-মার্জিত, আদর্শবান, চমৎকার ও উপদেশপূর্ণ।

খ. বড়রা ছোটদের প্রতি মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা ও আদর-যত্ন দিবেন। কেননা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও স্নেহশীলতা থেকেই সুস্থ সমাজের উৎপত্তি। বড় ও ছোটদের অধিকার এবং করণীয় সম্পর্কে মহানবী (স:) বলেছেন-

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থ : "যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করে না এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, সে আমাদের সমাজভুক্ত নয়"।

গ. বড়দের সবচেয়ে গুরুদায়িত্ব হলো আগামী দিনের নাগরিকদের জন্য সমাজকে সর্বাঙ্গভাবে সুন্দর ও পবিত্র করে গড়ে তোলা। শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতার পথ সুগম করা এবং ছোটদেরকে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলা।

৬.১.৩ বড়দের প্রতি ছোটদের কর্তব্য

বড়রা সমাজের গুরুজন। আমাদের সকল কাজের অগ্রদূত, ভালমন্দের নির্দেশক এবং দিশারী। তাদের অবদানে সমাজে আমরা অনেক কিছু পেয়েছি। তাই তাদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা ও আদব-কায়দা প্রদর্শন করা একান্ত কর্তব্য। প্রয়োজনবোধে তাদের অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। বৃদ্ধাবস্থায় কখনও কখনও কনিষ্ঠদের উপর নির্ভর করতে হয়। এ সময় তাদের সকল দায়-দায়িত্ব বহনের ভার ছোটদের ওপর বর্তায়।

মহানবী (স:) বলেছেন-

مَاأَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا مِنْ اَجْلِ سَنَةٍ اِلَّا فَيَّضَ اللهُ لَهُ عِنْدَ سَنَةٍ مَّنْ يَكْرُمُهُ

অর্থ: কোন যুবক যদি কোন বৃদ্ধকে তার বয়সের কারণে সম্মান প্রদর্শন করে, তবে ঐ যুবক বৃদ্ধ হলে তাকে সম্মান করার মত লোক আল্লাহ ব্যবস্থা করে দিবেন।

বস্তুত সত্যিকার অর্থে মুসলিম হতে হলে বয়োজ্যেষ্ঠ, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-অনাত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী, জ্ঞানী-গুণী, আলিম-উলামা তথা সর্বস্তরের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের যথোপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা দিতে হবে। কেননা, যার যতটুকু মর্যাদা রয়েছে, যদি তাকে সে মর্যাদা দেয়া না হয়, তবে সমাজ-সভ্যতা টিকতে পারে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৬.১

শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

ক. .... সৃষ্টির সেরা এবং সামাজিক ....। আর সমাজে রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণীর ....।

খ. যে ব্যক্তি .... প্রতি স্নেহ মমতা .... করে না এবং বড়দের প্রতি .... করে না সে আমাদের .... নয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বড়দের প্রতি ছোটদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করুন।

২. ছোটদের প্রতি বড়দের দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচনা করুন।

পাঠ ২ পিতা-মাতার অধিকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- পিতা-মাতার অধিকারগুলো বর্ণনা করতে পারবেন
- পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কি কর্তব্য রয়েছে তা অনুধাবন করতে পারবেন।

৬.২.১ পিতা-মাতার অধিকার

এই সুন্দর বিশ্বচরাচরে সন্তানের জন্য পিতা-মাতার ন্যায় আপনজন আর কেউ নেই। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার পরে পিতা-মাতা সন্তানের জন্য সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় এবং সম্মানীয়। পিতা-মাতার ওসীলাতেই সন্তান এ মায়াময় বিশ্ব সংসারের মুখ দেখতে পায় এবং তাঁদের অপত্য স্নেহ মমতা মাখা যত্নে লালিত পালিত হয়ে পরিপূর্ণ মানুষ রূপে গড়ে উঠে। সন্তানের জন্য পিতা-মাতাই করুণাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে সেরা উপহার। পিতা-মাতা সকল অবস্থায় সন্তানের কল্যাণ কামনা করেন। সুতরাং ইসলামী জীবনব্যবস্থা পরম হিতাকাঙ্ক্ষী পিতা-মাতার জন্য সন্তানের উপর যথেষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপ করেছে।

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের যেসব কর্তব্য পালন করতে হয় তার একটি বিবরণী নিচে দেয়া হলঃ

সদ্ব্যবহার ঃ পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা ফরয। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর পথে জিহাদ করার চেয়েও উত্তম ইবাদাত।

বার্ধক্যে সেবা ঃ পিতা-মাতা বার্ধক্যে উপনীত হলে তাঁদের বিশেষভাবে সেবা-যত্ন করা প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-"তুমি তাদের সামনে কর্কশ ভাষায় কথা বলবে না। তাঁদের সাথে নরমভাবে কথা বলবে। তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের সাথে বাহু প্রসারিত করে দাও। তাঁদের সেবায় আত্মনিয়োগ কর"। (সূরা বনী ইসরাঈল ২৩,২৪)

ভরণপোষণ ঃ পিতা-মাতা গরিব বা অসহায় হলে তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

অর্থ- "বলুন, তোমরা যে সম্পদ ব্যয় কর তা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ব্যয় করবে"। (সূরা বাকারা : ২১৫)

সেবা-যত্ন ঃ পিতা-মাতা ডাকা মাত্র সাড়া দিতে হবে। সকলের আগে তাদের কথা পালন করতে হবে।

আদব রক্ষা করে চলাঃ পিতা-মাতার সামনে আদব রক্ষা করে চলা কতর্ব্য। তাঁদের সামনে অশালীন-অমর্যাদাকর ও বেফাঁস কথা-বার্তা বলা উচিত নয়।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ঃ আল্লাহর পরে সন্তানের উপর সবচেয়ে বড় অধিকার হল পিতা-মাতার। তাই ইসলামে আল্লাহর শোকর- গুজারির সাথে সাথে মাতা-পিতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার প্রতি অধিক গুরুত্বআরোপ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন -

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

"আর তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে"। (বনী ইসরাঈল : ২৩)

সন্তুষ্ট রাখা ঃ পিতা-মাতা যাতে সুখ-শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারেন, সন্তানের সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। সন্তানের এমন কোন কাজ করা উচিত নয়, যাতে পিতা-মাতার মনে আঘাত লাগে। কেননা, হাদীসে আছে, "পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত।"

খিদমত করা ঃ সন্তানকে সকল অবস্থায় পিতা-মাতার খিদমতে নিয়োজিত থাকতে হবে। সন্তান সুলভ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক তাঁদের খিদমত করতে পেরে গৌরব অনুভব করা উচিত। আর সাথে সাথে এ খিদমতের সুযোগ লাভের জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করা দরকার। মন-প্রাণ দিয়ে তাদের খিদমত এবং এ খিদমতকেই নিজের মুক্তির মাধ্যম মনে করতে হবে। এদিকে ইঙ্গিত করেই মহানবী (স:) বলেন-

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ

"মায়েদের পদতলে সন্তানের বেহেশত।"

সুন্দর আচরণ ঃ ইসলাম সন্তানের উপর পিতা-মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করার জন্য বেশি তাকিদ দিয়েছে। আচার-আচরণে বিনয় এবং নরম স্বভাবের হতে বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহর নির্দেশ-

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

"তাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে বিনয়ের বাহু সম্প্রসারিত কর"। (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৪)

আদব ও সম্মান করাঃ পিতা-মাতার মান-মর্যাদার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। তাঁদের সাথে নরম স্বরে কথা বলতে হবে। তাদের প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। বৃদ্ধ বয়সে তাঁরা অহেতুক বিরক্ত করতে পারেন। সে অবস্থায় তাদের সেই আচরণ সইতে হবে। কখনও বিরক্ত হওয়া যাবে না। এমন কথা উচ্চারণ করা যাবে না-যা তাঁদের মান সম্মানের পরিপন্থী হয়। মহান আল্লাহর নির্দেশ

فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

"তুমি তাদের প্রতি উহ! (ঘৃণা বা দুঃখ ব্যঞ্জক) শব্দটিও বলনা এবং তাদের তিরস্কার করনা; বরং তাদের সাথে অতি সম্মানের সাথে কথা বল"। (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩)

মান্য ও আনুগত্য করা ঃ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সকল পর্যায়ে পিতা-মাতার আদেশ নিষেধ মান্য করা এবং তাঁদের আনুগত্য করা সন্তানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। তবে পিতা-মাতা যদি ইসলাম বিরোধী কোন কার্যকলাপ করার জন্য নির্দেশ দেন এবং এ ব্যাপারে শক্তি প্রয়োগ করেন, তাহলে সন্তান পিতা-মাতার এ অন্যায় আদেশ অমান্য করে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করবে। এমতাবস্থায়ও সন্তান পিতা-মাতাকে পরিত্যাগ করতে পারবে না। তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে। এ মর্মে আল্লাহর ঘোষণা-

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا

"যদি পিতা-মাতা তোমার উপর শিরক করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে- যা তোমার বোধগম্য নয় তাহলে তাঁদের কথা মেনে নিওনা। কিন্তু পার্থিব জীবনে উৎকৃষ্ট পন্থায় তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ।" (সূরা লুকমান: ১৫)

আর্থিক সহায়তাদান ঃ ইসলাম যেভাবে মাতা-পিতার খিদমত, আনুগত্য এবং সুন্দর আচরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে তেমনি মাতা-পিতার জন্য উত্তমভাবে আর্থিক সহায়তা দানের কথাও বলে দিয়েছে। হাদীসে এসেছে ঃ "যে মালই তোমরা খরচ কর, তার প্রথম হকদার পিতা-মাতা আর বৃদ্ধ বয়সের অসহায় অবস্থাতে তাদের লালন পালনের দায়-দায়িত্ব সন্তানের উপরই"।

৬.২.২ পিতা-মাতার মরণোত্তর অধিকার

ক্ষমা প্রার্থনা ও দু'আ করাঃ মাতা-পিতার মৃত্যুর পর নিজের শৈশবের কথা স্মরণ করে এবং সে বয়সের অসহায়ত্ব ও দুর্বলতার কথা মনে করে, ভালবাসা ও রহমতের আবেগে বারবার আল্লাহর দরবারে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও দু'আ করতে হবে এবং বলতে হবে :

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

"হে প্রভু! তাদের উপর রহম কর যেমন শিশুকালে তারা আমাকে রহমত ও অপত্য স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন" (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৪)

ওয়াদা ওসিয়ত ও ঋণ আদায় ঃ- পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। কারো সাথে তাদের ওয়াদা থাকলে তা নিজেরাই পূরণ করে দিয়ে ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করতে হবে। ওসিয়ত করে গেলে তা পালন করতে হবে।

পিতামাতার অবর্তমানে পিতামাতার বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে।

সারাংশ
পরম করুণাময় আল্লাহর পক্ষ হতে সন্তানের জন্য সেরা উপহার হলো পিতা-মাতা। পিতা-মাতা সন্তানের বেহেশত-দোযখ। তাই আনুগত্যের দিক থেকে আল্লাহর পরেই তাদের স্থান। সুতরাং ইসলাম নির্দেশিত পথে পিতা-মাতার খিদমত, সম্মান, মহব্বত করা এবং তাদের সাথে সুন্দর আচরণের মাধ্যমে আল্লাহর ভালবাসা লাভ করতে হবে। সন্তানের ইহ-পরকালীন সৌভাগ্য এর ওপরই নির্ভরশীল।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন-

১। আল্লাহর পরে সন্তানের জন্য সবচেয়ে শ্রদ্ধার পাত্র কারা?

ক. পীর-মুর্শিদ　　খ. শিক্ষক-শিক্ষিকা

গ. স্ত্রী-পরিজন　　ঘ. পিতা-মাতা

২। সন্তানের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সেরা উপহার কি?

ক. মায়ের দুধ　　খ. পিতা-মাতা

গ. স্ত্রী-পুত্র　　ঘ. শ্বশুর-শাশুড়ী

৩। আল্লাহর পরে সন্তানের উপর কাদের অধিকার সবচেয়ে বেশি?

ক. শিক্ষক ও গুরুজনদের

খ. স্ত্রী-পুত্রের
গ. পিতা-মাতার
ঘ. পাড়া-প্রতিবেশীর

৪। পিতা-মাতা যদি সন্তানকে ইসলাম বিরোধী কাজের আদেশ করেন তখন সন্তান কি করবে?
ক. সে আদেশ পালন করবে।
খ. সে অন্যায় আদেশ অমান্য করে আল্লাহ বিধান অনুসরণ করবে।
গ. পিতা-মাতাকে বোঝাবে।
ঘ. পিতা-মাতার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে।

শূন্যস্থান পূরণ করুন

(ক) সন্তানকে সর্বাবস্থায় পিতামাতার.......... নিয়োজিত থাকতে হবে।
(খ) মায়ের পদতলে সন্তানের .... ।
(গ) পিতা-মাতার .... দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। পিতা-মাতার অধিকার বলতে কী বুঝ?
২। পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যসমূহ লিখুন।

পাঠ ৩ সন্তানের অধিকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কী কী করণীয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- আদর্শ সন্তান গড়ে তোলার উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.৩.১ সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার করণীয়

বর্তমান শিশুই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব কর্তব্য ব্যাপক। ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কী কী করণীয় রয়েছে, তার একটি বর্ণনা দেয়া হলো-

৬.৩.২ গর্ভকালীন কর্তব্য

জীবনের প্রতিটি অংশেরই একটি আলাদা দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। সন্তানাকাঙ্ক্ষী পিতা-মাতা এর ব্যতিক্রম নয়। সন্তান যখন মাতৃগর্ভে আসে তখন মাতা-পিতাকে কতগুলো নিয়ম মেনে চলতে হয়। যথা-

* গর্ভবর্তী মা এ সময়ে তার দেহ, মন ও মানসিকতা সুস্থ ও পূত-পবিত্র রাখবেন।
* হালাল খাবার খাবেন।
* কুরআন হাদীস ও ধর্মীয় পুস্তকাদি পড়বেন এবং শুনবেন।
* আদর্শ ও মহান ব্যক্তিদের জীবন চরিত আলোচনা করবেন। কেননা, পিতা-মাতার-চরিত্র মহিমা দ্বারা সন্তানের আত্মা ও চরিত্র প্রভাবিত হয়।
* পিতা-মাতা সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবেন।

৬.৩.৩ জন্মোত্তর সময়ের দায়িত্ব কর্তব্য

সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে পিতা-মাতার দায়িত্ব কর্তব্য আরো বেড়ে যায়। এ জন্মের পরের করণীয়গুলো হচ্ছেঃ-

নাম রাখাঃ- সন্তান প্রসবান্তে সন্তানের জন্যে ইসলাম-সম্মত নাম নির্বাচন করতে হবে।

আকীকা ঃ- সন্তান জন্ম হওয়ার সপ্তম কিংবা পরবর্তী যে কোন দিবসে আকীকা করা।

পরিচর্যা ও লালন পালন ঃ- হৃদয়ের ঐকান্তিক দরদ, ভালবাসা ও স্নেহ, মমতার কোমল হাতের পরশ দিয়ে সন্তানকে অতি যত্ন সহকারে প্রতিপালন ও তার পরিচর্যা করতে হবে। সন্তানকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

দুধপান করাবেন ঃ- একটি শিশু আত্মপ্রকাশের সাথে সাথেই শাখা যেরূপ তার মূলের প্রতি মুখাপেক্ষী, তেমনি শিশুর স্বাস্থ্য, মনমানসিকতা, রুচি ও জীবন গঠনেও মায়ের ভূমিকা যথেষ্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ জন্য ইসলাম শিশুকে দুধপান করানোর জন্য মায়ের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে। আর পিতাকে এ দুধদানের নিশ্চয়তা বিধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছে। কেননা, সন্তান দুবছর মায়ের দুগ্ধপানের অধিকার রাখে।

জীবনের নিরাপত্তা ও বিকাশ ঃ- ইসলাম সন্তানের নিরাপত্তা বিধানের জন্য মাতা-পিতার প্রতি আরোপ করেছে বিশেষ দায়িত্ব। শিশু পিতা-মাতার নিকট রক্ষিত আমানত। তাই সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা, চিকিৎসা, রোগমুক্ত

রাখা, স্বাস্থ্যবানরূপে গড়ে তোলা এবং জীবনের উন্নতি ও বিকাশসাধন কল্পে পিতা-মাতাকে যথোপযুক্ত দায়িত্ব পালন করতে হবে। অন্যথায় শেষ বিচারে জবাবদীহী করতে হবে।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ঃ "সুসন্তান হচ্ছে জান্নাত-বাগিচার পু□*তুল্য।* শিশুরা জীবনের কিশলয়, আশার ফসল, মানুষের চোখ জুড়ানো ধন, উম্মাহর প্রস্ফুটিত ফুল, মানবতার ভবিষ্যৎ, যার ওপর নির্ভরশীল সত্যিকার প্রভাতের উদয় ঝলমলে আগামী দিন। সুতরাং সন্তানের সুশিক্ষাই হচ্ছে পিতা-মাতার সর্বপ্রধান দায়িত্ব। শিশুর মন খুবই কোমল। এসময় তারা যা-ই শিখবে তা-ই তার ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয়। সুতরাং সন্তানকে ইসলামের চিন্তাধারা অনুযায়ী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আল্লাহর একজন খাঁটি বান্দা হিসেবে গড়ে তোলা একান্ত কর্তব্য।

ইসলামী জীবন দর্শন, তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, সালাত, সাওম, হাজ্জ, যাকাত এবং ব্যবহারিক জীবনের যাবতীয় বিষয় শিক্ষাদান করতে হবে। হযরত লুকমান (আ:) যেভাবে তাঁর সন্তানকে শিক্ষা দিয়েছেন বলে কুরআনে বলা হয়েছে, সকল পিতা-মাতাকে সে ভূমিকাই পালন করতে হবে। তাহলেই একটি সুন্দর সুস্থ বলিষ্ঠ প্রজন্ম (জেনারেশন) গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রাখাঃ "সৎ সংগে স্বর্গবাস অসৎ সংগে সর্বনাশ"- পরিবেশের প্রভাবেই মানুষ ভাল হয় বা নষ্ট হয়। সুতরাং সন্তান যাতে কুপথে, কুসংসর্গে না যায়, অসুস্থ পরিবেশে না মেশে সে বিষয়ে পিতা-মাতাকে সজাগ হতে হবে।

সন্তানের প্রতি হে মমতাদানঃ- মহানবী (স:) শিশুর প্রতি স্নেহ-মমতা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, যারা ছোটদের প্রতি স্নেহ ও দয়া করবেনা, তারা সত্যিকার মুসলিম নয়। এ স্নেহ প্রদর্শনে পুত্র-কন্যার মধ্যে কোন বিভেদ নেই।

সারকথা
একটি সন্তান প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত পিতা-মাতা কোন মতেই অব্যহতি পাবেন না। সন্তানের খাদ্য, চিকিৎসা, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, সভ্যতা, চরিত্র গঠন ইত্যাদির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা পিতা-মাতার মহান দায়িত্ব। আর এ সার্বিক দায়িত্ব পালন করতে পারলেই "পিতা-মাতার" মত মহৎ ব্যক্তিত্বের আসনে সমাসীন হওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক () চিহ্ন দিন-

১. পিতা-মাতার নিকট আল্লাহ তায়ালার পবিত্র আমানত কী?

ক. সন্তান খ. স্ত্রী

গ. মাতা-পিতা ঘ. পুত্র-সন্তান

২. সন্তান মাতৃগর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় মা কোন কাজটি করবেন?

ক. গান-বাজনা শোনবেন

খ. সিনেমা-নাটক দেখবেন

গ. ঘরের বাইর হবেন না

ঘ. দেহ মন ও মানসিকতা সুস্থ ও পুতঃ ও পবিত্র রাখবেন।

৩. সন্তান কত বছর পর্যন্ত মায়ের দুধ পানের অধিকার রাখে?

ক. ২ বছর খ. ৩ বছর
গ. ৫ বছর ঘ. ১ বছর

৪. সুসন্তান কিসের তুল্য?
ক. জান্নাতের পু□ তুল্য খ. সন্তান তুল্য
গ. বেহেশত তুল্য ঘ. প্রাণ তুল্য

৫. সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার সর্বপ্রধান কর্তব্য কি?
ক. খাওয়া পরার ব্যবস্থা করা খ. সুশিক্ষা দান
গ. আধুনিক শিক্ষা দান করা ঘ. ভবিষ্যতের জন্য ধন-সম্পদ রেখে যাওয়া

সংক্ষেপে উত্তর দিন-

ক. গর্ভকালীন সময়ে সন্তানের মায়ের কর্তব্য কী?
খ. সন্তানের আকীকা করার দায়িত্ব কী?
গ. সন্তানের শিক্ষাদানের দায়িত্ব কার?
ঘ. সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার সর্বপ্রধান কর্তব্য কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ঃ

১. সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কী কী করণীয় আছে? বিস্তারিত লিখুন।
২. সন্তান মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় পিতা-মাতার কী করণীয় আছে?
৩. সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে পিতা-মাতার দায়িত্ব কর্তব্য কী কী লিখুন।

পাঠ ৪ স্বামী-স্ত্রীর অধিকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- স্বামীর অধিকার বা স্ত্রীর কর্তব্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- স্ত্রীর অধিকার বা স্বামীর কর্তব্য সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

৬.৪.১ স্বামী ও স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্য

মানব সমাজে বৈধভাবে একত্রে বসবাস করাকে দাম্পত্য জীবন বলে। এ মধুর দাম্পত্য জীবনে পুরুষ হয় স্বামী আর নারী হয় স্ত্রী। স্বামীর জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ হতে এক মহান নিয়ামত হল স্ত্রী। আর স্ত্রীর জন্য স্বামীও আল্লাহর অপার রহমত। একজনের অভাবে অপরজনের জীবন হয় অসম্পূর্ণ।

একারণেই স্ত্রী স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী, জীবন সঙ্গিনী ও সহধর্মিনী। অপর দিকে স্বামীও স্ত্রীর জন্য জীবন সঙ্গী ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল। তারা একটি পাখির দুটি ডানার ন্যায় একে অপরের সহযোগী ও পরিপূরক।

একজনকে ছাড়া অপরজনকে কল্পনা করা যায় না। তাই ইসলাম স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মর্যাদা ও অধিকার সংরক্ষণের জন্য কতিপয় অধিকার ও কর্তব্য বেধে দিয়েছে, যাতে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখকর ও মধুময় হয়ে উঠে।

৬.৪.২ ইসলামে স্ত্রীর অধিকার বা স্বামীর কর্তব্য

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যেমন কর্তব্য আছে, তেমনি স্ত্রীর প্রতিও স্বামীর কর্তব্য রয়েছে। নিম্নে স্ত্রীর অধিকার বা স্বামীর কর্তব্যসমূহ তুলে ধরা হলো ঃ

স্ত্রীকে জীবনের প্রিয়তমা সঙ্গী করে নেয়া

পারিবারিক জীবনে স্বামীর প্রধান কর্তব্য হল স্ত্রীকে জীবনের প্রিয়তমা সাথী হিসেবে গ্রহণ করে নিজের সুখ-শান্তি, আনন্দ-বেদনায় সমানাধিকার দান করা। আল্লাহর বাণী" তোমরা যেখানে যে অবস্থানে বাস কর তাতে স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে।"

স্ত্রীর ভরণ-পোষণ

স্বামী স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে এবং তার যাবতীয় ব্যয়ভার নির্বাহ করবে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন "তোমরা যেখানে যে অবস্থানেই বাস কর স্ত্রীদেরকেও সেখানে বসবাস করতে দেবে।" (সূরা তালাক : ৬)

মহানবী (স:) বলেন, "তুমি যা খাবে স্ত্রীকেও তা খাওয়াবে এবং তুমি যা পরবে স্ত্রীকেও তা পরাবে।"

প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান

স্ত্রী যদি অশিক্ষিতা হয়, তবে স্বামী তাকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করবে এবং নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, হালাল-হারাম, পাক-নাপাক ইত্যাদি জরুরি ও নিত্য প্রয়োজনীয় মাসয়ালা শিক্ষা দিবে। আল্লাহ বলেন, "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে দোযখের অগ্নি হতে বাঁচাও"। (সূরা তাহরীম: ৬)

অন্যায়কে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা

যদি স্ত্রী কখনো অনিচ্ছাকৃতভাবে কিংবা ভুলবশত কোন অন্যায় করে ফেলে, তবে স্বামী তাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে মাফ করে দেবে এবং সংশোধ করে দেবে।

মোহরানা আদায় করা

মোহরানা স্ত্রীর অর্থনৈতিক মর্যাদার গ্যারান্টি এবং প্রধান অধিকার। আর এটা স্বামীর জন্য একটি বড় ঋণ। সুতরাং মোহরানা আদায় করা স্বামীর জন্য অবশ্য কর্তব্য। যদি অভাবের কারণে তা আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে স্ত্রীর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেন, "তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে স্ত্রীদের মোহরানা আদায় কর"।

(সূরা নিসাঃ ৪)।

স্ত্রীর গোপনীয়তা রক্ষা করা

স্ত্রীর গোপন কথা স্বামীর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ আমানত। সুতরাং কোন অবস্থাতেই স্বামী তার স্ত্রীর গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করবে না। এ সম্পর্কে হাদীসে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

রুক্ষ ও কর্কশ ব্যবহার না করা

স্বামী স্ত্রীর সহিত কখনো রুক্ষ এবং কর্কশ ব্যবহার ও অসদাচরণ করবে না। বরং সর্বদা তার সাথে হাসি মুখে আমোদ-প্রমোদে উৎফুল্ল রাখার চেষ্টা করবে।

স্ত্রীকে সংশোধনের জন্য শাসন করা

স্ত্রী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে স্বামীর সাথে অসদাচরণ করে, তাহলে সংশোধন কল্পে স্বামীর যা করণীয় তা হলঃ

১। বোঝাতে হবে।

২। সতর্ক করতে হবে।

৩। ভয় দেখাতে হবে।

৪। একই ঘরে রেখে শয্যা পৃথক করতে হবে।

৫। একাধারে তিনরাত-এরূপ করতে হবে।

৬। শাসন করতে হবে।

৭। স্ত্রী যদি শরীআত সম্পর্কিত কোন বিষয় অবহেলা করে তাহলে একমাস যাবত পরিত্যাগ করা যাবে।

৮। এরপরও সংশোধন না হলে বিচারের ব্যবস্থা করে ছাড়াছাড়ি করতে হবে।

৯। কিন্তু ক্রোধান্বিত হয়ে কখনো মুখমন্ডলে প্রহার ও অশ্লীল গালমন্দ করা যাবে না। এ ব্যাপারে শরীআতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

স্ত্রীদের সম্পদ গ্রাস না করা

স্ত্রীদের মোহরানার অর্থ, পিতা-মাতা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ কিংবা অন্য যে কোন সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করা স্বামীর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। আর স্ত্রীর এসব সম্পদ কখনো গ্রাস করা উচিত নয়। স্ত্রী খুশী মনে যা দেয়, তা নেয়া যাবে অন্যথায় নয়। এছাড়া স্বামীর উচিত স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করা, তাকে সদুপদেশ দেয়া, তাকে উপহার-উপঢৌকন দেয়া, বেশি দিন প্রবাসে না থাকা এবং তাকে উত্তরাধিকারের নিশ্চয়তা দান করা।

৬.৪.৩ স্ত্রীর দায়িত্ব বা স্বামীর অধিকার

একটি সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলার জন্য স্বামীর জন্য স্ত্রীর কতগুলো দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে। সেগুলো হলো-

স্বামীর আনুগত্য

পরিবারে শান্তি-শৃংখলা রক্ষা, রোজগার ও পরিচালনার দায়িত্ব যেহেতু স্বামীর উপর ন্যস্ত; সেহেতু জীবনের সকল অবস্থায় স্ত্রীকে স্বামীর আনুগত্য করতে হবে। মহান আল্লাহর ঘোষণা 'পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্ব করবে। কেননা, আল্লাহ্ পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং পুরুষেরা তাদের সম্পদ স্ত্রীদের জন্য খরচ করে।"

স্বামীর সন্তুষ্টি বিধান

স্ত্রী সর্বাবস্থায় স্বামীকে সন্তুষ্ট ও খুশি রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্য যদি নফল ইবাদাত ছেড়ে দিতে হয় তাও করতে হবে।

মহানবী (সঃ) বলেছেন, "যার হাতে মুহাম্মদ (সঃ) এর জীবন সে সত্তার শপথ করে বলছি, স্বামীর হক আদায় না করে আল্লাহর হক আদায় করা যায় না।

সতীত্বের হিফাযত

স্ত্রীর সতীত্ব স্বামীর পবিত্র আমানত। সুতরাং কোন অবস্থাতেই স্ত্রী তার সতীত্ব বিনষ্ট করতে পারবে না। এই মর্মে মহানবী (সঃ) বলেন, "স্ত্রী নিজের স্বার্থে কখনও স্বামীর আমানত খিয়ানত করবে না।" মহান আল্লাহ এদের প্রশংসা করে বলেন, "সতী-স্বাধ্বী রমণীগণ স্বামীদের অনুগত হয়ে চলে এবং স্বামীদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ যা হিফাযত করার জন্য বলেছেন তা হিফাযত করে" (নিসা-২৫)।

স্বামী-গৃহ ত্যাগ না করা

স্ত্রী কখনও স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাইরে যাবে না। ইচ্ছামত ঘুরাফেরা করবে না। নিজের রূপ লাবণ্য অপরকে প্রদর্শন করবে না। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান কর, আদিম জাহিলায়াতের যুগের নারীদের মত সাজ-সজ্জা করে ঘরের বাইরে বের হয়ো না।" (সূরা আহযাব : ৩৩)

স্বামীর সম্পদ সংরক্ষণ

স্ত্রী স্বামীর ধন-সম্পদকে নিজের নিকট গচ্ছিত আমানত স্বরূপ মনে করে আন্তরিকতার সাথে তার হিফাযত করবে এবং কখনও অপচয় করবে না। মহানবী (সঃ) বলেন "স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্বামীগৃহের কোন সম্পদ ব্যয় করবে না।"

স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে চলা

পরিবার স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই অবদান রাখতে হবে। তবে পরিবারে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একজনের নেতৃত্ব মেনে চলা জরুরি। নারীদের তুলনায় শারীরিক ও প্রকৃতিগতভাবে পুরুষগণ বেশি সামর্থ্যবান, তাই পুরুষকে পরিবারের কর্তা হিসেবে মেনে নিয়ে যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেয়া উত্তম। কুরআনেও এ বিষয়ে ইংগিত দেওয়া হয়েছে-

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ

অর্থ- "পুরুষগণ নারীগণের উপর কর্তৃত্ব করবে।"

স্বামীর সেবাযত্নে নিজেকে বিলিয়ে দেয়া

স্বামীর সেবাযত্নে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার মধ্যে একজন আদর্শ রমণী জীবনের পরম সুখ অনুভব করে। হাদীসে আছে, একদা জনৈক রমণী স্বামীর অধিকার সম্পর্কে মহানবী (সঃ) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "যদি স্বামীর দেহ থেকে অনবরত কোন অপবিত্র বস্তু (পুঁজ বা রক্ত) নির্গত হতে থাকে এবং স্ত্রী তা জিহ্বা দ্বারা পরিষ্কার করে দেয়, তবুও স্বামীর হক যথার্থভাবে আদায় হবে না।"

স্বামীর অবর্তমানে দায়িত্ব পালন

স্বামী মারা গেলে এবং স্বামীর কোন ঋণ থাকলে কিংবা ওসিয়ত বা কর্তব্য বাকি থাকলে স্ত্রীর পক্ষে তা আদায় করা এবং স্বামীর অসম্পূর্ণ কর্তব্য সম্পন্ন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্যের অপূর্ব নিদর্শন।

সারকথা
ইসলাম পারিবারিক জীবনকে মধুময় করার জন্য পারস্পরিক যে সব বিধি-নিষেধ ও দায়িত্ব কর্তব্য আরোপ করেছে সেগুলোর মাধ্যমেই যথাযথভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুখ অর্জিত হতে পারে। আর কেবল তখনই স্বর্গীয় সুখ আমাদের মাটির সংসারে এসে ধরা দেবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন ঃ

১. হাক্কুল ইবাদ মানে কি?
ক. মানবাধিকার　　খ. আল্লাহর হক
গ. নারীর অধিকার　　ঘ. পিতামাতার অধিকার

২. স্ত্রী স্বামীর কি নয়-
ক. অর্ধাঙ্গিনী　　খ. সহধর্মিনী
গ. দাসী　　ঘ. জীবন সঙ্গিনী

৩. স্বামীকে অসন্তুষ্ট রেখে নফল ইবাদত করলে কি হয়?
ক. সওয়াব হয়　　খ. কবুল হয় না
গ. পাপ হয়　　ঘ. রাগ হয়

৪. স্ত্রীর সতীত্ব-
ক. স্বামীর আমানত　　খ. কিছুই না
গ. স্ত্রীর খুশি মত ব্যবহার করবে　　ঘ. স্ত্রীর সতীত্ব স্ত্রীর সিদ্ধান্ত

৫. স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রধান ও প্রথম কর্তব্য-
ক. ভরণ-পোষণ দেওয়া　　খ. অলঙ্কার ও শাড়ি চুড়ি দেওয়া
গ. সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ দেওয়া　　ঘ. জীবন সাথী হিসেবে গ্রহণ করা

৬. মহরানা স্ত্রীর একটি-
ক. অর্থনৈতিক অধিকার　　খ. পণ
গ. যৌতুক　　ঘ. দান

শূন্যস্থান পূরণ করঃ

(ক) স্ত্রী স্বামীর................। জীবন ও একজনকে ছাড়া অপরজনকে .... করা যায় না। তুমি যা খাবে স্ত্রীকেও তা ..... এবং তুমি যা পরবে .... তা পরাবে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নঃ

১. স্বামী ও স্ত্রীর অধিকার বলতে কি বুঝেন?
২. স্বামীর অধিকার ও স্ত্রীর কর্তব্যসমূহ লিখুন।
৩. স্ত্রীর অধিকার বা স্বামীর কর্তব্যসমূহ লিখুন।

পাঠ ৫ আত্মীয়-স্বজনের অধিকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- আত্মীয়-স্বজন কাকে বলে, বলতে পারবেন।
- আত্মীয়-স্বজনের অধিকারসমূহ কী কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.৫.১ আত্মীয়-স্বজন কারা

আত্মার সাথে যারা সম্পর্কিত, তারাই আত্মীয়। আর স্বজন হলো নিজের সাথে যারা সম্পর্কিত ব্যক্তি। সুতরাং আত্মীয়-স্বজন বলতে তিন শ্রেণীর মানুষকে বোঝায়–

রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজন

যথা- পুত্র-কন্যা, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, চাচা-চাচী, মামা-মামী, খালা-খালু, দাদা-দাদী, নানা-নানী।

বৈবাহিক সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজন

যথা- শ্বশুর-শাশুড়ি এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন।

বন্ধুত্বের সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন ঃ নিকটস্থ বন্ধু-বান্ধবকে বোঝায়।

৬.৫.২ আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও কর্তব্য

সমাজ জীবনে মানুষের যত অধিকার ও কর্তব্য আছে তার মধ্যে আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও কর্তব্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, "আমিই স্বয়ং আল্লাহ এবং আমিই রহমান করুণাময়, আমিই রাহীম (আত্মীয়তাকে) সৃষ্টি করেছি এবং আমার নিজ নামের সাথে এর নামকরণ করেছি। অতএব যে ব্যক্তি এর সাথে সম্পর্ক রাখে আমি তার সাথে সম্পর্ক রাখি। আর যে ব্যক্তি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে আমিও তার সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলি।"

মহানবী (সঃ) আরো বলেন, "যে সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তা ছিন্নকারী লোক রয়েছে সে সম্প্রদায়ের প্রতি মহান প্রভুর রহমত বর্ষিত হয় না" (বায়হাকী)।

তিনি আরো বলেন-

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَّحْمٍ

"আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না"। (বুখারী ও মুসলিম)।

৬.৫.৩ আত্মীয়-স্বজনের অধিকারসমূহ

আত্মীয়ের প্রাপ্য আদায় করা

আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও হকসমূহ যথাযথভাবে আদায় করার জন্য ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। কুরআনে এসেছে-

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ

"তোমরা আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য দিয়ে দাও"। (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৬)

"তারাই সত্যিকার ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি, যারা মহান আল্লাহর মহব্বতে আত্মীয়-স্বজনকে ধন-সম্পদ দান করে।" (সূরা বাকারাঃ ১৭৭)।

সদ্ব্যবহার করা

ইসলাম আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দান করে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ ন্যায় বিচার কায়েম করতে, পরস্পরের প্রতি ইহসান করতে ও আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায় করতে নির্দেশ দিচ্ছেন"। (সূরা নাহল ঃ ৯০)

সুসম্পর্ক বজায় রাখা

ইসলাম বলে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত। তাদের সাথে কখনো ঝগড়া-ফাসাদ করা উচিত নয়।

কোন প্রকার বিরক্ত না করা

আত্মীয়-স্বজনকে কোন ক্রমেই কষ্ট দেয়া ও বিরক্ত করা উচিত নয়। তারা যদি কষ্টও দেয়, তবুও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করে সদ্ভাব বজায় রাখা কর্তব্য। যদি কোন ব্যক্তি আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং দুর্ব্যবহারও করে, তথাপিও তার সাথে ভাল ব্যবহার করা উচিত। এটাই প্রকৃত আত্মীয়তার দাবি। কেননা, যারা সদ্ভাব বজায় রাখে, তাদের সাথে তো ভাল সম্পর্ক বজায় রাখা স্বাভাবিক; কিন্তু যারা কষ্ট দেয় তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার মধ্যেই রয়েছে কৃতিত্ব।

আত্মীয়-স্বজনের সেবাযত্ন করা

আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যারা পীড়িত, রোগাক্রান্ত, দুঃস্থ তাদের সেবা করা একান্ত কর্তব্য। বিপদে-আপদে তাদের সাহায্য-সহানুভূতি প্রদর্শন করা জরুরি। তাদের অভাব-অনটন মোচন করা এবং আর্থিক সাহায্য করা কর্তব্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৬.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন ঃ

১. আত্মীয় কারা?
   ক. আত্ম সম্পর্ক আছে যাদের   খ. রক্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত
   গ. পিতা-মাতা   ঘ. আপনজন

২. আত্মীয়-স্বজন কয় শ্রেণীর?
   ক. চার   খ. পাঁচ
   গ. দুই   ঘ. তিন

৩. রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয় কে নয়?
   ক. পুত্র-কন্যা   খ. পিতা-মাতা
   গ. শ্যালক/শ্যালিকা   ঘ. দাদা-দাদী

৪. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করলে কি হবে?
   ক. ভাল হবে   খ. মন্দ হবে
   গ. জান্নাতে প্রবেশ করবে না   ঘ. একা একা আরামে থাকা যাবে

শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

আত্মীয়-স্বজনের সাথে .... ও ..... বজায় রাখা এবং তাদের ...... সুষ্ঠুভাবে আদায় করা .... নির্দেশ। অতএব ইসলামের নির্দেশিত সীমা বা ছাড়িয়ে .... আদায় করা প্রত্যেক মুসলিমের .... দায়িত্ব।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ঃ

ক. আত্মীয়-স্বজন কারা?
খ. রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় কারা?
গ. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করলে কী হবে?
ঘ. সদ্ব্যবহার সম্পর্কে আল্লাহর বাণী উল্লেখ করুন।

পাঠ ৬ প্রতিবেশীর অধিকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- প্রতিবেশী কারা, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রতিবেশীর অধিকারসমূহ বলতে পারবেন।
- প্রতিশীর অধিকার কী কী উপায়ে আদায় করা যায় তা জানতে পারবেন।

৬.৬.১ প্রতিবেশী কারা

সাধারণ অর্থে প্রতিবেশী বলতে আশপাশে বসবাসকারীকে বুঝায়। প্রতিবেশীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মহানবী (স:) বলেছেন,"আশেপাশে চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত সকলেই প্রতিবেশী। স্থায়ী বা অস্থায়ী পাশাপাশি বসবাসকারী কিংবা সামাজিকভাবে আশেপাশে অবস্থানকারী তথা চলার পথে সহযাত্রীরাও প্রতিবেশী বলে গণ্য।

৬.৬.২ প্রতিবেশীর অধিকার

হাদীস শরীফে অধিকারের দিক দিয়ে প্রতিবেশীকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক. অমুসলিম প্রতিবেশীঃ যার প্রতিবেশী হিসেবে মাত্র একটি হক রয়েছে।

খ. মুসলিম প্রতিবেশীঃ যার মুসলিম হিসেবে একটি হক এবং প্রতিবেশী হিসেবে একটি হক, তার মোট দুটি হক রয়েছে।

গ. মুসলিম আত্মীয়-প্রতিবেশীঃ যার মুসলিম হিসেবে একটি, আত্মীয় হিসেবে একটি এবং প্রতিবেশী হিসেবে একটি- মোট তিনটি হক রয়েছে।

ইসলাম মানবতার ধর্ম, মানব কল্যাণের ধর্ম। তাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ভাষা, অঞ্চল নির্বিশেষে সকলের অধিকার প্রদান ও তাদের প্রতি কর্তব্য সানন্দে পালন করার নির্দেশ দিয়েছে। প্রতিবেশীর অধিকার ও কর্তব্য অত্যন্ত ব্যাপক। প্রতিবেশীর হক পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরেই স্বীকৃত। মহান আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে তাগিদ দিয়েছেন। যেমন-

وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ

অর্থাৎ ঃ- "তোমরা সদ্ব্যবহার কর যার যার নিকটস্থ প্রতিবেশী এবং পার্শ্ববর্তী সঙ্গী-সাথীদের সাথে" (নিসা:৩৬)।

মহানবী (স:) বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

উচ্চারণ ঃ লা ইয়াদখুলুল জান্নাতা মান লা ইয়া'মানু জারুহু বাওয়াইকাহু।

অর্থাৎ– "যে ব্যক্তির প্রতিবেশী তার অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ থেকে রক্ষা পায় না, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না"। বুখারী শরীফে এ মর্মে একটি হাদীস রয়েছে, মহানবী (স:) শপথ করে বলেন "প্রতিবেশীর সাথে অসৎ ব্যবহারকারী ঈমানদার নয়।" প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব কর্তব্যের গুরুত্ব উল্লেখ করে মহানবী (স:) বলেন, "এমনভাবে জিব্রাঈল (আ) আমাকে প্রতিবেশীর হক আদায়ের ব্যাপারে অনবরত উপদেশ দিচ্ছিলেন, আমার মনে হচ্ছিল শীঘ্রই হয়ত প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী করার নির্দেশ দেয়া হবে।" এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে প্রতিবেশীর সাথে কিরূপ ভাল আচরণ করতে বলা হয়েছে।

৬.৬.৩ প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলামী সমাজব্যবস্থায় একজন প্রতিবেশীর প্রতি যেসব দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে, তা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ-

১. সালাম প্রদান ও কুশলাদি জানা।
২. কোন অবস্থায়ই প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়া।
৩. প্রতিবেশীর প্রতি কোন রূপ অন্যায় ব্যবহার না করে যতটা সম্ভব সদয় ব্যবহার করা।
৪. সাধ্যমত প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করা।
৫. ধার চাইলে দেয়ার চেষ্টা করা।
৬. গৃহস্থালির ছোট-খাট জিনিস প্রয়োজনে ধার দেয়া।
৭. বিরক্ত না করা।
৮. আর্থিক অভাব-অনটন দূর করা।
৯. ক্ষুধার্তকে খাওয়ানো। নবী করিম (সঃ) বলেছেন 'ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও'।
১০. রোগাক্রান্ত হলে দেখতে যাওয়া এবং রোগীর সেবা করা।
১১. প্রতিবেশীদের দোষত্রুটি যথাসম্ভব গোপন রাখা।
১২. প্রতিবেশীর শুভ সংবাদে খুশি হওয়া এবং মুবারকবাদ দেয়া।
১৩. বিপদে-দুঃখে সান্ত্বনা প্রদান ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা।
১৪. প্রতিবেশীর আমানতের হিফাযত করা।
১৫. ফল-ফসল ও ভাল খাবার হলে সম্ভব মতো দেয়া।
১৬. গান-বাজনা বা উচ্চস্বরে কিছু করে প্রতিবেশীকে উত্যক্ত না করা।
১৭. নালা-নর্দমা, ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদি দিয়ে কষ্ট না দেয়া।
১৮. প্রতিবেশীর বাড়িতে অনুষ্ঠান পর্বাদিতে উপহার-উপঢৌকন দেয়া।
১৯. তাদের ছোট সন্তানদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করা।
২০. প্রতিবেশীকে দাওয়াত দেয়া এবং তাদের দাওয়াত গ্রহণ করা।
২১. প্রতিবেশীর সাথে সহাস্য বদনে কথাবার্তা বলা একটি পুণ্যময় কাজ। এ মর্মে নবী করিম (সঃ) বলেন, "তোমার ভাইয়ের মুখপানে চেয়ে সহাস্য একটি কথাও সদকাস্বরূপ"।
২২. প্রতিবেশী পীড়িত হলে দেখতে যাওয়া। নবী করীম (সঃ) বলেন "পীড়িত হলে দেখতে যাও"।
২৩. প্রতিবেশীর মৃত্যু হলে জানাযায় শরীক হওয়া। এ ব্যাপারে মহানবী (সঃ) বলেন-
"মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় শরীক হও।"
২৪. প্রতিবেশীর মান-ইজ্জত ও জানমালের হিফাজত করা।

সারাংশ
আমাদের আশেপাশে যারা অবস্থান করছেন তারাই প্রতিবেশী। তাই প্রতিবেশী আত্মীয় হোক কিংবা অনাত্মীয়, স্বধর্মী হোক কিংবা বিধর্মী, স্থায়ী বা অস্থায়ী, সর্বাবস্থায় তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও উত্তম আচরণ করাই হচ্ছে প্রকৃত মুসলমানের পরিচয়। মহানবী (সঃ) যথার্থই বলেছেন, "মহান আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই উত্তম যে তার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম।"

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৬.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. প্রতিবেশীর পর্যায়ে পড়ে না কে?

ক. খেলার সাথী খ. সহপাঠী
গ. সহকর্মী ঘ. পিতা-মাতা

২. মুসলিম আত্মীয় প্রতিবেশীর কয়টি হক আছে?

ক. তিনটি খ. দুইটি
গ. একটি ঘ. চারটি

৩. অমুসলিম প্রতিবেশীর কয়টি হক আছে?

ক. তিনটি খ. একটি
গ. দুইটি ঘ. চারটি

৪. পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরেই কাদের হক স্বীকৃত?

ক. প্রতিবেশীর খ. ছেলে-সন্তানের
গ. স্ত্রীর ঘ. মানুষের

সংক্ষেপে উত্তর দিন

ক. প্রতিবেশী বলতে কী বুঝেন?
খ. প্রতিবেশী কয় শ্রেণীর?
গ. অমুসলিম প্রতিবেশীর হক কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রতিবেশী কারা? হক অনুসারে প্রতিবেশীর শ্রেণিবিভাগ করুন।
২. আমরা কী কী উপায়ে প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য পালন করতে পারি?

পাঠ ৭ ছাত্র-শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- শিক্ষক কারা বর্ণনা করতে পারবেন
- শিক্ষক কেন শ্রদ্ধার পাত্র? ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- একজন ছাত্রের কী কী দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে তার বিবরণ দিতে পারবেন।

৬.৭.১ শিক্ষক কারা

যিনি বা যারা আমাদেরকে শিক্ষা দেন, তাঁরাই শিক্ষক। শিক্ষক আমাদেরকে শিক্ষার আলো দেন। কিভাবে আমরা জীবন পথে চলবো তা বলে দেন। কি করলে ভাল হবে এবং কিভাবে চললে আমাদের জীবন সুন্দর হবে, তা দেখিয়ে দেন। কোন বিষয়ে আমরা না বুঝলে তারা আমাদেরকে তা শিখিয়ে দেন, বুঝিয়ে দেন।

৬.৭.২ শিক্ষক শ্রদ্ধার পাত্র কেন

পিতা-মাতার পরই শিক্ষকের মর্যাদা। পিতা-মাতা সন্তানের জন্ম দেন এবং লালন-পালন করেন। আর সত্যিকার মানুষ হিসেবে আমাদের গড়ে তোলেন শিক্ষকগণ। জীবনের পথে চলতে গেলে আমাদের যা যা দরকার শিক্ষকগণ তা শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ধর্মীয় নিয়ম-কানুন, আদব-কায়দা, শিষ্টাচার, বিনয়, সততা, নম্রতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি মানবীয় গুণাবলি শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তা ছাড়া তারা আমাদেরকে জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেন। এ সব শিক্ষা গ্রহণ করে পরিণত বয়সে মানুষ উন্নতি লাভ করে থাকে। আমাদের কল্যাণ কামনায় শিক্ষকগণ যে আত্মত্যাগের পরিচয় দেন, তার বিনিময়ে তাদের যথাযথ শ্রদ্ধা করা ইবাদতের শামিল। মনে রাখতে হবে শিক্ষকের দুআ ও শ্রমই জীবনের উন্নতির চাবিকাঠি।

৬.৭.৩ শিক্ষকের প্রতি কর্তব্য

যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেছি, আমাদের উপর তাঁদের কিছু অধিকার রয়েছে। তাঁদের জন্য আমাদের যে সকল কর্তব্য রয়েছে সেগুলো হলঃ-

তাঁদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।

তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা।

সাক্ষাৎ হলে বিনয়ের সাথে সালাম দিয়ে খোঁজ খবর নেয়া।

তাঁরা যা শিক্ষা দেন, তা মনোযোগ সহকারে শোনা ও সেভাবে তা পালন করা।

সব সময় তাঁদের সাথে নম্র আচরণ করা।

শ্রেণিকক্ষে বা অন্য কোথাও দেখা হলে সাথে সাথে দাঁড়িয়ে সম্মান করা।

অনুমতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করা বা বাইরে যাওয়া।

তাঁদের বিপদে আপদে খোঁজ খবর নেয়া।

যথাসাধ্য তাঁদের সাহায্য সহযোগিতা করা।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের উত্তম শিক্ষা মেনে চলা।

এমন কাজ না করা যা তাঁরা পছন্দ করেন না।

কোন অবস্থাতেই তাঁদের সাথে বেয়াদবি না করা।

তাঁদের কল্যাণ কামনা করা এবং মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য দু'আ করা।

সারাংশ

শিক্ষক আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁদের সাথে উত্তম আচরণ ও ভাল ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য। শিক্ষকের দুআ ও শ্রমই জীবনের উন্নতির চাবিকাঠি। শিক্ষক মনে কষ্ট পেয়ে বদদুআ করলে জীবনে উন্নতি লাভ করা যায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৬.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (|) চিহ্ন দিন-

১. পিতা-মাতার পরই কাদের মর্যাদা?

ক. স্ত্রী-পরিজনের　　খ. শিক্ষক

গ. শ্বশুর-শাশুড়ির　　ঘ. নেতা-নেত্রীদের

২. সত্যিকার মানুষরূপে আমাদেরকে কারা গড়ে তোলেন?

ক. শিক্ষকগণ　　খ. পিতা-মাতা

গ. সন্তানাদি　　ঘ. আলিম-উলামা

৩. শিক্ষকগণের যথাযথ শ্রদ্ধা করা কিসের শামিল?

ক. সম্মানের　　খ. শ্রদ্ধার

গ. ভক্তির　　ঘ. ইবাদতের

৪. শিক্ষকের দুআ ও শ্রমই জীবনের কী?

ক. অবনতির কাবিকাঠি　　খ. উন্নতির চাবিকাঠি

গ. অধঃপতনের কারণ　　ঘ. অবক্ষয়ের হেতু

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক. শিক্ষক বলকে কি বুঝায়?

খ. শিক্ষক শ্রদ্ধার পাত্র কেন?

গ. পিতামাতার পর কাদের স্থান?

ঘ. উন্নতির জন্য কাদের দুআ কার্যকর?

সংক্ষেপে উত্তর দিন

১. শিক্ষক কারা? তারা কি শ্রদ্ধার পাত্র?

২. আমরা কী কী উপায়ে শিক্ষককে সম্মান করতে পারি? তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

পাঠ ৮ ইয়াতীমের অধিকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইয়াতীম কারা তা বলতে পারবেন।
- ইয়াতীমের কী কী অধিকার রয়েছে, তা বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.৮.১ ইয়াতীমের পরিচয়

পিতৃহীন কিংবা পিতৃ-মাতৃহীন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েকে ইয়াতীম বলা হয়।

পৃথিবীতে পিতা-মাতা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে সেরা উপহার। পিতা পরিবারের কর্তা হিসেবে আয়-উপার্জন করে থাকেন। পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন। পিতার মৃত্যুর পর তার ছোট ছোট সন্তান অসহায় ও নিরুপায় হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে তারা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পিতার ধনসম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়। এ কারণে ইসলাম ইয়াতীম সন্তানদের ব্যাপারে অভিভাবক ও সমাজের উপর কতিপয় দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপ করেছে।

৬.৮.২ ইয়াতীমের অধিকার

যারা ইয়াতীমের অভিভাবক হবেন, তাদের উপর ইয়াতীমের কিছু অধিকার রয়েছে, যা আদায় করা কর্তব্য। তা হল-

সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ

ইয়াতীমের সম্পদ আমানতস্বরূপ। ইয়াতীমের সমস্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করা কর্তব্য। মহান আল্লাহ বলেন, "ইয়াতীমের প্রতি লক্ষ রাখ, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয়। যদি তাদের মধ্যে ভালমন্দ বিচারের জ্ঞান হয়েছে বলে মনে কর, তবে তাদের সম্পদ তাদের কাছে ফিরিয়ে দাও। আর তারা বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার আগে তোমরা অন্যায়-অবৈধভাবে তাড়াহুড়া করে তা গ্রাস করে ফেলো না"। (সূরা নিসা)

ইয়াতীমের সম্পত্তি খাওয়া অগ্নিভক্ষণ তুল্য

আল-কুরআনে ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অন্যায় ও জুলুম করে খাওয়াকে দোযখের অগ্নিভক্ষণ তুল্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

ইয়াতীমের স্বার্থ রক্ষা করা

ইয়াতীমকে যত্নসহকারে লালন-পালন করা এবং লেখাপড়া, শিক্ষা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। মহান আল্লাহ বলেন- "তারা আপনাকে ইয়াতীম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলুন, তাদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করা উত্তম।"

সদয় ব্যবহার করা

ইয়াতীমের সাথে সদয় ব্যবহার করা কর্তব্য। কোন অবস্থায় তাদের প্রতি অত্যাচার করা যাবে না। পিতৃস্নেহে তাদের লালন-পালন করতে হবে। তাদের সাথে সুমধুর ব্যবহার করতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন ঃ "তোমরা ইয়াতীমদের সাথে সদালাপ কর" (সূরা নিসা)। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স:) হযরত দাউদ (আ:) এর একটি উপদেশ উল্লেখ করে বলেন : হযরত দাউদ (আ:) বলেন, "ইয়াতীমদের সাথে দয়ালু পিতার ন্যায় ব্যবহার কর"।

দুর্ব্যবহার না করা

ইয়াতীমরা অসহায়, তাদের সাথে কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করা যাবে না এ মর্মে আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা ইয়াতীমের প্রতি দুর্ব্যবহার করোনা" (সূরা দুহা-৮)।

সারাংশ
পিতৃহীন কিংবা পিতৃ-মাতৃহীন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ে ইয়াতীম, ইয়াতীমদের প্রতি মানুষের কর্তব্য রয়েছে। ইয়াতীমদের দুঃখ-দুর্দশা মোচনে সহায়তা করা সমাজের সকলের দায়িত্ব।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৬.৮

সঠিক উত্তরের পাশে (√) টিক চিহ্ন দিন-

১. ইয়াতীম কে?

ক. পিতৃমাতৃহীন অপ্রাপ্ত বয়সের ছেলেমেয়ে   খ. পিতৃহীন ছেলেমেয়ে

গ. মাতৃহীন ছেলেমেয়ে   ঘ. গরিব-দুঃখী ছেলেমেয়ে

২. ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করা কিসের তুল্য?

ক. দোযখের তুল্য   খ. মজাদার

গ. দোযখের অগ্নিভক্ষণ তুল্য   ঘ. বেহেশতের মেওয়া তুল্য

৩. হযরত দাউদ (আ) ইয়াতীমদের ব্যাপারে কি উপদেশ দিয়েছেন?

ক. দয়ালু পিতার ন্যায় ব্যবহার করতে

খ. দায়িত্ববান পিতার ন্যায় ব্যবহার করতে

গ. কঠোরতার সাথে শাসন করতে

ঘ. খুব নরম সুরে কথা বলতে

৪. ধনীদের সম্পদে কাদের অধিকার আছে?

ক. দুস্থ ও বঞ্চিতদের   খ. প্রার্থী ও বঞ্চিতদের

গ. গরিব-মিসকীনদের   ঘ. অসহায় সন্তানদের

শূন্যস্থান পূরণ করুন-

ক. ইয়াতীমের সম্পদ .... স্বরূপ, ইয়াতীমের সমস্ত সম্পত্তি .... করা কর্তব্য।

খ. ইয়াতীমের প্রতি .... রাখ, যে পর্যন্ত না তার .... হয়। যদি তাদের মধ্যে .... বিচারের জ্ঞান হয়েছে বনে মনে কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইয়াতীম কাকে বলে?

২. ইয়াতীমদের প্রতি কী কী দায়িত্ব পালন করতে হয়?

পাঠ ৯ নারীর মর্যাদা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- নারীর মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন
- ইসলামী দৃষ্টিতে নারীর অধিকারের বিবরণ দিতে পারবেন।

৬.৯.১ ইসলামে নারীর মর্যাদা

মানব জাতির ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, ইসলাম ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম বা সমাজে নারীর উপযুক্ত মর্যাদা স্বীকৃত হয়নি। সর্বত্রই সে পুরুষের দাসী ও বিলাসিতার সামগ্রী হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। সমস্ত প্রাচীন ধর্ম ও আইনে নারী পুরোহিত, স্বামী ও অভিভাবকের অধীন বলে চিত্রিত হয়েছে। সকলের মতেই পুরুষকে সন্তুষ্ট করা ও তাদের তাবেদারী করার জন্যই রমণীর সৃষ্টি। রমণ করা যায় বলেই নারীর নাম রমণী। সুতরাং রমণী মানেই পরাধীনতা ও পরনির্ভরতার করুণ ইতিহাস।

নারী জাতিকে এই শোচনীয় অমর্যাদাকর গহীন গহ্বর থেকে তুলে এনেছে ইসলাম। ইসলাম নারীর কল্যাণমূলক জীবনব্যবস্থা রচনা করে পরিপূর্ণ নারীর অধিকার ও যথোপযুক্ত মর্যাদা দান করেছে।

মৌলিক-অধিকারে সমতা

ইসলাম নারীকে মৌলিক অধিকার ভোগ, ব্যবহার করার ক্ষেত্রে পুরুষের সমানই মর্যাদা দিয়েছে। শুধু উপদেশ দিয়েই নয়, আইন, সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে তা প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ব্যক্তি স্বাধীনতা

ইসলাম নারীকে ব্যক্তি স্বাধীনতা দান করেছে। ইসলামই সর্বপ্রথম নারীর ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি দিয়েছে। আর সামগ্রিক বিষয়াবলীতে তাকে মতামত প্রকাশের অধিকার দান করেছে।

রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মর্যাদা

ইসলাম নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা দান করেছে। যেমন-বাক-স্বাধীনতা, ভোটাধিকার ও সমালোচনা ইত্যাদিতে পুরুষের মত নারীরও অধিকার রয়েছে। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলা পুরুষের ন্যায় ভোটাধিকার লাভ করবে। যেমন কুরআন বলেছে, 'নারীদের রয়েছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নির্ধারিত অংশ'।

ধর্মীয় মর্যাদা

ইসলাম পুরুষের ন্যায় নারীকেও সমানভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতা, মর্যাদা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-উৎকর্ষ সাধনের অধিকার দিয়েছে। ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন করা যেমন পুরুষের কর্তব্য, তেমনি নারীরও। কর্তব্য পালনের ফল লাভের অধিকারও উভয়ের সম্পূর্ণ সমান। ইসলাম এ ব্যাপারে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয়নি। যেমন-কুরআন বলছে-

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا

"ঈমানদার হয়ে পুরুষ বা স্ত্রী যে লোকই নেক আমল করবে, সে-ই বেহেশতে দাখিল হতে পারবে; এ ব্যাপারে কারো প্রতি একটুও জুলুম করা হবে না"। (নিসা ঃ ১২৪)

স্বামী নির্বাচন

স্বামী নির্বাচনের অধিকার নারীর। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেয়াকে মহানবী (সঃ) নিরুৎসাহিত করেছেন।

বিবাহ বিচ্ছেদ

একজন অত্যাচারী, অকর্মা স্বামী থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার ইসলাম নারীকে দিয়েছে। অন্যান্য ধর্ম বা সমাজ ব্যবস্থার মত কারো অধীনে থেকে আজীবন নিগৃহীত হতে ইসলাম বলেনি।

সদাচারণ পাবার অধিকার

ইসলাম নারীকে স্বামীর তরফ থেকে সদাচরণ পাবার আইনগত অধিকার দান করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

"তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করো"।

জীবনের নিরাপত্তা

ইসলাম নারীর জীবন, সম্পদ, ইজ্জত, আবরু, মান-সম্মান ইত্যাদি নিয়ে বেঁচে থাকার পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়েছে।

সামরিক ক্ষেত্রে

ইসলাম নারীকে সামরিক জ্ঞান অর্জন ও দক্ষতা অর্জন করতে উৎসাহিত করেছে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে নারীরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। বিভিন্ন যুদ্ধ ক্ষেত্রে মহানবী (স:) নারীদেরকে সেবার কাজে নিয়োজিত করার জন্য নিয়ে যেতেন।

সামাজিক ক্ষেত্রে

সামাজিক ক্ষেত্রেও ইসলাম নারীর যথোপযুক্ত মর্যাদা দান করেছে।

কন্যারূপে

কন্যা সন্তানকে সকল সমাজেই কুলক্ষণ বলা হয়েছে অথচ ইসলামই কন্যাকে সৌভাগ্যের প্রতীকরূপে ঘোষণা করেছে। কন্যা সন্তানের সাথে যাবতীয় অন্যায় আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

স্ত্রী রূপে

নারীকে স্ত্রী রূপে, স্বামীর রাজ্যের সম্রাজ্ঞীরূপে, স্বামীর সহধর্মীনী ও অর্ধাঙ্গীনীরূপে ঘোষণা করা হয়েছে। মহানবী (স) বলেন-

فَاتَّقُوْا اللهَ فِى النِّسَاءِ

"তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করে চলবে"।

মাতা হিসেবে

ইসলামে মা হিসেবে নারীকে যে উঁচু মর্যাদা ও সম্মান দেয়া হয়েছে দুনিয়ার অপর কোন ধর্মে তার তুলনা হতে পারে না। নবী করীম (স:) বলেন-

"মায়েদের পদতলে বেহেশত অবস্থিত।"

সারকথা

ইসলাম নর-নারী নির্বিশেষে সকলের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করেছে। কেননা, নারী-পুরুষ উভয়ই সভ্যতা-সংস্কৃতির নির্মাতা। আল-কুরআনও ঘোষণা করেছে, "ঈমানদার নর-নারী পরস্পরের সহায়ক বন্ধু- শুভানুধ্যায়ী"।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেন,

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।"

সুতরাং ইসলাম উভয়কে যথোপযুক্ত মর্যাদা ও সমানাধিকার প্রদান করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৬.৯

শূন্যস্থান পূরন করুন

ক. .... ছাড়া পৃথিবীর অন্যকোন ধর্মে নারীর উপযুক্ত .... স্বীকৃত হয়নি। সর্বত্রই সে পুরুষের .... ও .... সামগ্রী হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।
নারী জাতিকে এহেন .... গহীন গহ্বর থেকে তুলে এনেছে ....।

খ. ইসলামে মা হিসেবে নারীকে যে............. ও সম্মান দেয়া হয়েছে তার তুলনা হতেই পারে না। বেহেশত মায়েদের .... অবস্থিত।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

ক. নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বীকৃত কোন ধর্মে?
খ. নারীর ধর্মীয় মর্যাদা কী?
গ. কার পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা আলোচনা করুন।
অথবা
ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর অধিকার বর্ণনা করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ৬

বিশদ উত্তরপ্রশ্ন

১. ইসলামী সমাজব্যবস্থায় বড় ও ছোটদের পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্যের বিবরণ দিন।
২. সন্তানের উপর পিতা-মাতার কী কী অধিকার রয়েছে? লিখুন।
৩. সন্তানের অধিকার কী? সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার করণীয় বিশ্লেষণ করুন।
৪. স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য লিখুন।
৫. আত্মীয়-স্বজন কারা? আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও কর্তব্যসমূহের বিবরণ দিন।
৬. প্রতিবেশীর পরিচয় দিন? প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য আলোচনা করুন।
৭. শিক্ষকের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যের বিবরণ দিন।
৮. ইয়াতিমের পরিচয় দিন। ইয়াতিমের প্রতি আমাদের করণীয় উল্লেখ করুন।
৯. ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষা ব্যবস্থার বিবরণ লিখুন।